যায়যায়দিন

তারিখ 04 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রথম জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের সমাপনী দিনে বক্তারা

শিক্ষা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে

যাযাদি রিপোর্ট

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিক ব্যয়ের কারণে শিক্ষা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে প্রথম জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের সমাপনী দিনে বক্তারা এ কথা বলেন। সমাপনী দিনে তিনটি সেশনের সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে আনু মুহাম্মদ, অজয় রায় ও রাশেদ আল মাহমুদ।

বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণ আয়োজিত শিক্ষা সংস্কারের ধারা : অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক এ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আসন স্বল্পতার কারণেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠছে। সেসব ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা ব্যয়বহুল হলেও সেগুলোর মান নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। কেবল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নয়, কিছু কিছু পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেও শিক্ষা ব্যয় অনেক বেশি। এ কারণে উচ্চ শিক্ষা চলে যাচ্ছে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। কেবল উচ্চ শিক্ষাই নয়- উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাও মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। তারা বলেন, উচ্চ শিক্ষায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার আরো ২৮টি ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এসব ইউনিভার্সিটি যাতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মতো না হয়, সে ব্যাপারে সরকারকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তারা।

তারা জানান, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পরিচালনার জন্য পূর্ণাঙ্গ কোনো আইন নেই। এ কারণে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো বাণিজ্যিক মনোভাব থেকে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। পাবলিক ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে সেখানে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। একই কারণে ভিসি নিয়োগে সার্চ কমিটিও কোনো কাজে আসবে না।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সঞ্জীব দ্রং বলেন, প্রচলিত শিক্ষা আমাদের মূল্যবোধ ধ্বংস করছে। আমাদের প্রবৃত্তিকে ভোগ করতে শেখায়, সংবরণ কিংবা ভালোবাসতে শেখায় না। শিক্ষায় আদিবাসীদের মূল্যবোধ প্রতিপালিত করতে হবে এবং শিক্ষার মধ্যে

সভাপতির বক্তব্যে আনু মুহাম্মদ বলেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ বাংলাদেশের জন্য যে উন্নয়ন কৌশলপত্র করেছে তার সারাংশ হলো- বাংলাদেশের সম্পদ বহুজাতিক কম্পানির হাতে তুলে দেয়া। আমাদের জীবন ও সম্পদের মালিকানা আমাদের হাতে থাকবে, নাকি অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সেটা আমাদেরই বিবেচনা করতে হবে। একইভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে জনগণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সম্মেলনে প্রথম সেশনে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর শহীদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, গাজী মাহাবুবুল আলম, সরওয়ার বাশার ও মির্জা মোহাম্মদ শাহজামাল। দ্বিতীয় সেশনে অজয় রায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মালিহা মাহজাহান, শামিমা তাসমিন, কাউসার বিন খালেদ, রিয়াজুল করিম চৌধুরী, প্রফেসর হোসনে আরা ফিরোজা, কে এম এনামুল হক প্রমুখ। তৃতীয় সেশনে রাশেদ আল মাহমুদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জাকির হোসেন, মাসুদা খাতুন, শেফালী, মেজবাহ কামাল, আলী মানসু